সমাজবিজ্ঞানের প্রারম্ভিক ধারণা
Introduction to Sociology

ইউনিট ১

বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিটি শাস্ত্রেরই নিজস্ব আলোচ্য বিষয় (Subject matter) রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হচ্ছে 'সমাজ' (Society)। সহজ কথায় যে শাস্ত্র সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে তাই সমাজবিজ্ঞান (Sociology)। বস্তুত সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের বিজ্ঞান (The science of society)। তবে সমাজ প্রত্যয়টি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই সমাজবিজ্ঞানকে সরাসরি 'সমাজের বিজ্ঞান' বললে অস্পষ্টতা থেকে যায়। কেননা অর্থনীতি ও রাজনীতি, আইন, ইতিহাস ইত্যাদি প্রত্যয়গুলোও সমাজঘনিষ্ঠ। কিন্তু এসব প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র শাস্ত্র বিকশিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান সমাজের এমন কিছু বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেয়, যে বিষয়গুলো অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। এ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১০ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১: সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
পাঠ-১.২: সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও আলোচ্য বিষয়
পাঠ-১.৩: সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-১.৪: সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি
পাঠ-১.৫: সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক : সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান
পাঠ-১.৬: সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান
পাঠ-১.৭: সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি
পাঠ-১.৮: সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস
পাঠ-১.৯: সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান
পাঠ-১.১০: সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ

পাঠ-১.১ সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
Definition and Nature of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি।

সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজ এবং সমাজস্থ মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা। সমাজবিজ্ঞান একটি নতুন বিজ্ঞান। ১৮৩৯ সালে সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ 'Sociology' নামে এ শাস্ত্রের প্রবর্তন করেন। ইংরেজি Sociology শব্দটি ল্যাটিন Socious (সমাজ) এবং গ্রিক Logos (জ্ঞান) শব্দ থেকে উদ্ভুত। শব্দগত অর্থে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এখানে কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, সমাজবিজ্ঞান এমনই একটি বিজ্ঞান, যা সামাজিক সম্পর্ক এবং সমাজ নিয়ে এককভাবে পাঠ করে। ("Sociology alone studies social relationships themselves and society itself").

সমাজবিজ্ঞানী সামনার সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক প্রপঞ্চের বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ("Sociology is the science of social phenomena").

সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড ড্রেসলার বলেন, সমাজবিজ্ঞান হলো মানুষের আন্তক্রিয়ার বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন। ("Sociology is the scientific study of human interaction").

সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইম বলেন, সমাজবিজ্ঞান হলো প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান। ("Sociology is the science of institutions").

সমাজবিজ্ঞানী শেফার বলেন, সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক আচরণ এবং মানব গোষ্ঠীর প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়ন। ("Sociology is the systematic study of social behavior and human groups").

সমাজবিজ্ঞানী স্মেলসার এর মতে, সমাজবিজ্ঞান হলো অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক অধ্যয়ন করে। ("Sociology is an empirical science that studies society and social relations").

ম্যাকস ওয়েবার সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। ("Sociology is the study of social action").

উল্লেখিত সংজ্ঞসমূহের প্রত্যেকটিই সমাজের এক একটি বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং প্রতিটি সংজ্ঞাই তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক, আন্তঃক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান, আচার-আচরণ, সমাজের গঠন প্রণালী এবং পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ।

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি বলতে সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যেই এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত: সমাজবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়;

দ্বিতীয়ত: সমাজবিজ্ঞান সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ;

তৃতীয়ত: সমাজবিজ্ঞান তুলনামূলকভাবে একটি বিমূর্ত বিজ্ঞান, সুনির্দিষ্ট বস্তু বা ঘটনানির্ভর বিজ্ঞান নয়;

চতুর্থত: সমাজবিজ্ঞান সমাজের গঠন-কাঠামো সম্পর্ক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে;

পঞ্চমত: সমাজবিজ্ঞান সমাজকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করে;

ষষ্ঠত: সমাজবিজ্ঞান একটি তত্ত্বীয় বিজ্ঞান, ফলিত বা ব্যাবহারিক বিজ্ঞান নয়;

সপ্তমত: সমাজবিজ্ঞান সমাজের স্থিতিশীল, গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে;

অষ্টমত: সমাজবিজ্ঞান একটি বস্তুনিরপেক্ষ বিজ্ঞান, আদর্শ নির্দেশক বিজ্ঞান নয়।

উপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে মনোযোগী। এ বিশ্লেষণ বস্তুনিষ্ঠ এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষ।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞানের পাঁচটি প্রকৃতি উল্লেখ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞান একটি নতুন বিজ্ঞান। ১৮৩৯ সালে সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁত 'Sociology' নামে এ শাস্ত্রের প্রবর্তন করেন। ইংরেজি Sociology শব্দটি ল্যাটিন Socious (সমাজ) এবং গ্রিক Logos (জ্ঞান) শব্দ থেকে উদ্ভুত। শব্দগত অর্থে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি বলতে সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। সমাজবিজ্ঞান সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সুবিন্যস্ত ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ। শাস্ত্র হিসেবে সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে মনোযোগী। বস্তুনিষ্ঠতা এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'সমাজবিজ্ঞান হলো প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান' কে বলেছেন?
(ক) এমিল ডুর্খেইম (খ) কার্ল মার্কস
(গ) ম্যাক্স ওয়েবার (ঘ) ফ্রাঙ্ক ওয়ার্ড

২। সমাজবিজ্ঞানের জনক কে?
(ক) ম্যাক্স ওয়েবার (খ) ফ্রাঙ্ক ওয়াড
(গ) অগাস্ট কোঁৎ (ঘ) সরোকিন

৩। কোনটি সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি নয় ?
(ক) সমাজবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান (খ) সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞান
(গ) সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয় (ঘ) সমাজবিজ্ঞান একটি তত্ত্বীয় বিজ্ঞান

৪। **Socious** শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
ক. হিব্রু খ. ইটালিক গ. গ্রিক ঘ. ল্যাটিন

পাঠ-১.২ সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও আলোচ্য বিষয়
Scope and Subject matter of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজবিজ্ঞানের পরিধি আলোচনা করতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজবিজ্ঞানের পরিধি, আলোচ্য বিষয়।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণই সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সে অর্থে বলা যায় যে, পুরো সমাজই সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানের পরিধি কত ব্যাপক ও বিস্তৃত। অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর আলোকে বর্ণনা করেছেন-

১. **সামাজিক প্রতিষ্ঠান :** সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তি ও দলের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ নির্ধারিত হয়। কিভাবে মানুষের সমাজে নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে এবং কিভাবে এসবের ভেতর পরিবর্তন এসেছে এগুলোর বিচার বিশ্লেষণ করে সমাজবিজ্ঞান।

২. **সামাজিক পরিবর্তন :** সমাজ গতিশীল তাই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে সমাজের রূপান্তর একটি চিরন্তন সত্য। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সম্পর্ক, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করাই সমাজবিজ্ঞানের কাজ।

৩. **সামাজিক কর্মকাণ্ড :** সমাজবিজ্ঞানের পরিধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সামাজিক কর্মকাণ্ড। সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের নানাবিধ দিক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

৪. **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ :** সমাজকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনা করাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কতগুলো আচার-অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৫. **সামাজিক ধারণা :** সামাজিক ধারণাসমূহ নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে। মরিস জিন্সবার্গের মতে, মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং এর ফলাফল সম্পর্কিত আলোচনাই হল সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

৬. **সামাজিক আদর্শ :** সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু হিসেবে সামাজিক আদর্শের ভূমিকা রয়েছে। কারণ সামাজিক আদর্শ ছাড়া কোনো জাতি কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করতে পারে না।

৭. **সমাজের সামগ্রিক বিষয়ে আলোচনা :** মানুষের কার্যকলাপ এবং মানুষের সাংগঠনিক প্রতিভা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলো সমাজবিজ্ঞানের পরিধিকে অনেক বেশি বিস্তৃত করে তুলেছে।

৮. **সামাজিক সমস্যা :** নৈতিকতার প্রশ্নে সমাজবিজ্ঞান নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। কাজেই সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণ করতে চায়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত অধ্যয়নের একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, যার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমাজ জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা সমাজবিজ্ঞানের আওতায় আসে না। তাই বলা যায়, সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তথা সমগ্র মানবিক সম্পর্ক সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

সমাজে যত প্রকার সামাজিক ঘটনা আছে, অর্থাৎ সমাজে যা কিছু ঘটছে, সবই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অর্ন্তভুক্ত। সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে দল। আবার কতকগুলো কার্যপ্রণালী এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ আপন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। সমাজের এসব কিছুই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। সমাজের বিভিন্ন দিক পঠন-পাঠন এবং গবেষণার জন্য সমাজবিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখা বিকশিত হয়েছে। এসব শাখা-প্রশাখা সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত। এখানে সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসেবে কতকগুলো শাখার উল্লেখ করা হল:

১. **সমাজবিজ্ঞানে তত্ত্ব (Sociological Theory)-** এ শাখাটি সমাজ পরিচালনার নিয়ম-রীতি, সমাজ পরিবর্তনের পেছনে কোন সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিসমূহ কাজ করে সে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ও প্রত্যয়সমূহ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে।

২. **সামাজিক ইতিহাস (Social Historical)**- এ শাখা সমাজের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক বিকাশ তথা আদিম সমাজ থেকে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও গবেষণা করে থাকে।

৩. **পরিবারের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Family)-** এ শাখায় পরিবারের উৎপত্তি, বিকাশ, পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট, পরিবারের কার্যাবলী এবং পরিবারের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে।

৪. **সামাজিক জনবিজ্ঞান (Social Demography)-** এ শাখায় জনসংখ্যাতত্ত্ব, জনসংখ্যার কাঠামো যেমন জন্মশীলতা, মৃত্যুশীলতা, জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, সমাজ জীবনের উপর এর প্রভাব যেমন বিবাহ, স্থানান্তর, সামাজিক গতিশীলতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে।

৫. **গ্রামীণ এবং নগর সমাজবিজ্ঞান (Rural and Urban Sociology)-** সমাজবিজ্ঞানের এ শাখায় যথাক্রমে গ্রামীণ সমাজ জীবনের প্রকৃতি এবং নগর সমাজের নানাবিধ দিক নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়।

৬. **ধর্মের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Religion**)- এ শাখায় ধর্মের উৎপত্তি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, প্রথা ও লোকাচারসহ, ধর্মের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৭. **শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Education)-** সমাজবিজ্ঞানের এ শাখাটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক বিষয়ে পঠন-পাঠন এবং গবেষণা করে থাকে ।

৮. **সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞান (Cultural Sociology)**- এ শাখায় সংস্কৃতির সংজ্ঞা, ধরন, সংস্কৃতির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, সাংস্কৃতিক পার্থক্য, সাংস্কৃতিকরণ, সংস্কৃতির বিস্তার, আত্তীকরণ, সমাজ জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

৯. **রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান (Political Sociology)**- এ শাখাটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয়াদির সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী তথা নাগরিকের সম্পর্ক নিরূপণ করে। এটি বিশেষ করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রেসার গ্রুপ, প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে।

১০. **সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)-** এ শাখায় সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির মনোভাব, ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, শিক্ষণ ও সামাজিকীকরণ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

১১. **উন্নয়নের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Development)-** এ শাখায় উৎপাদন, বন্টন, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের যোগসূত্র বিশ্লেষণ করা হয়। তাছাড়া উন্নয়নের সমাজবিজ্ঞান উন্নয়ন-অনুন্নয়নের নানাবিধ মডেল, তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে।

১২. **অপরাধবিজ্ঞান (Criminology)**- সমাজবিজ্ঞানের এ শাখাটি সমাজের অপরাধ, এর ধরন, কারণ, প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে।

১৩. **চিকিৎসা সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞান (Medical Sociology)-** এ শাখায় মানুষের চিকিৎসার উপর ভিত্তি করে যেসব প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠেছে তার সামাজিক বৈশিষ্ট্য, প্রেক্ষিত ও তাৎপর্য আলোচনা করা হয়। এছাড়া রোগ-ব্যাধি,

অসুস্থতা, এর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব, জনসচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে এখানে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করা হয়।

১৪. **সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি (Social Research Method)-** এ শাখায় সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল, প্রত্যয় ইত্যাদি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও শিল্পকলার সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Art), লোক সমাজবিজ্ঞান (Folk Sociology), গোষ্ঠীর সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Group), ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজবিজ্ঞান (Sociology of minority) ইত্যাদি শাখা-প্রশাখা সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়কে সমৃদ্ধ করেছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, সমাজবিজ্ঞানের পরিধি এবং বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজজীবনের এমন কোন দিক নেই যা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আওতায় আনা যায় না। এভাবে দেখা যায় যে, ব্যক্তির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রায় সম্পূর্ণ মানবিক আচরণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীগণ আলোচনা করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞানের ০৫ টি শাখা-প্রশাখার নাম উল্লেখ করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। বলা যায়, সমগ্র সমাজই সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত মুখ্য বিষয়বস্তুগুলো হল সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক ধারণা, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সমন্বয়, সামাজিক আদর্শ, সংস্কৃতি ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অর্ন্তত বিষয়সমূহ হল সামাজিক তত্ত্ব, ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান, পরিবারের সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক জনবিজ্ঞান, গ্রামীণ ও নগর সমাজবিজ্ঞান, ধর্মীয় সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞান, রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, উন্নয়নের সমাজবিজ্ঞান, অপরাধবিজ্ঞান, চিকিৎসা সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি ?
(ক) সামাজিক গতি (খ) সামাজিক স্থিতি
(গ) সামাজিক ক্রিয়াকর্ম (ঘ) সামাজিক প্রগতি

২। যেকোন জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে উঠতে হলে কোন বিষয়টি অধিক প্রয়োজন?
(ক) কঠোর পরিশ্রম (খ) সামাজিক আদর্শ
(গ) সামাজিক মূল্যবোধ (ঘ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

৩। জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানের কোন শাখায় বেশি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়?
(ক) শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান (খ) সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞান
(গ) সামাজিক মনোবিজ্ঞান (ঘ) সামাজিক জনবিজ্ঞান

৪। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় কী?
(ক) সমাজ (খ) সমাজ ও সংস্কৃতি
(গ) মানুষের আচরণ ও সমাজ (ঘ) শিক্ষা ও সমাজ

পাঠ-১.৩ সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
Importance and Necessity of the Study of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কারণ সমাজের মানুষ কিভাবে জীবন-যাপন করে, তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন রয়েছে। সমাজ উন্নয়নে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলেও সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুত যেকোনো দেশ, জাতি বা সমাজকে টেকসই উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে হলে সমাজবিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নয়নের সামাজিক প্রভাব, দারিদ্র্য কিংবা অনুন্নয়নের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ব্যক্তি জীবনে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে সমাজবিজ্ঞান এক অপরিহার্য শাস্ত্র। সমাজের সার্বিক দিক জানার জন্যও সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিম্নে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

(১) সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জানা : সমাজবিজ্ঞান পাঠ করলে সামাজিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করার সুযোগ হয়। তাই যেকোনো সামাজিক সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ অত্যাবশ্যক।

(২) সমাজের শ্রেণি কাঠামো সম্পর্কে জানা : সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ বসবাস করে। অবস্থানভেদে তাদের সুযোগ-সুবিধা, সমস্যা-সম্ভাবনা, সামাজিক ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(৩) সমাজ সম্পর্কে জানা : সমাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজ কী, সমাজ কেন এবং কিভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে কিভাবে সমাজের কাঠামো পরিবর্তন ঘটেছে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব রয়েছে।

(৪) সমাজের মানুষ সম্পর্কে জানা : সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, জীবন প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়।

(৫) সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা : পরিবর্তনশীল সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে অবগত হয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব রয়েছে।

(৬) সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে জানা : মানুষ সমাজেই বসবাস করে। সমাজ কিভাবে এবং কেন পরিবর্তিত হয়, এর প্রভাব, পরিবর্তনশীল সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ করতে হবে।

(৭) বিভিন্ন দেশের সমাজ সম্পর্কে জানা : সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে পারি। তাদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি জানার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়।

(৮) সামাজিক উন্নতি বিধান : সামাজিক উন্নতি বিধানে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন। আর সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন ব্যতীত সমাজস্থ মানুষের চাহিদা, উপভোগ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা কখনও সম্ভব নয়।

(৯) সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা : সমাজের যেকোনো কাজ সফলতার সাথে সমাধান করতে হলে সমাজকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানা আবশ্যক। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মধ্য দিয়েই সমাজকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানা সম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন। সমাজ এবং সামাজিক জীবনের সার্বিক দিক সম্পর্কে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। সর্বোপরি,

সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় তথা মানুষের যাবতীয় মানবিক আচরণ সম্পর্কে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি ছক তৈরি করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজ ও সামাজিক ঘটনাবলিকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সমগ্র মানব সমাজ, সমাজস্থ মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমাজের গতি-প্রকৃতি, বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি, সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা, সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক উন্নতি বিধানে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও নবতর জ্ঞান অর্জন করার জন্য অবশ্যই সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা উচিত। সমাজবিজ্ঞান সমাজের জটিলতাকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক জ্ঞান দান করে। তাই আধুনিক সভ্য সমাজে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে মানুষের–
   (ক) ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানা যায়
   (খ) রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা যায়
   (গ) আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, জীবন প্রণালী জানা যায়
   (ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

২। আধুনিক উন্নয়নের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে প্রয়োজন–
   (ক) সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন
   (খ) অর্থনৈতিক গবেষণা
   (গ) পরিবেশবাদী আন্দোলন
   (ঘ) রাজনৈতিক সংস্কার।

পাঠ-১.৪ সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি
Origin of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞান উৎপত্তিতে পথিকৃৎ সমাজ চিন্তাবিদদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি, সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎ, সমাজ চিন্তাবিদ।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে বিকাশ লাভ করেনি। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte) ১৮৩৯ সালে সর্বপ্রথম Sociology বা সমাজবিজ্ঞান শব্দটি উদ্ভাবন করেন। তবে সমাজকে অধ্যয়নের এ শাস্ত্রটিকে কোঁৎ প্রথমে Social physics বা সামাজিক পদার্থবিদ্যা বলে অভিহিত করেন। পরে এই বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান হিসেবে নামকরণ করেন। সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি বিশেষ বিজ্ঞান যা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সমাজকে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করে। সমাজবিজ্ঞান মানব সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করে থাকে। সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গতিশীল শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পঠন-পাঠন এবং গবেষণায় আগ্রহী।

সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ

সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান সর্বকনিষ্ঠ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শাস্ত্রটির উৎপত্তি হয়। সমাজের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় মানব জীবন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতির অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশেই মানব চিন্তা বিকশিত হতে থাকে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা আদিকাল থেকে চলে আসছে। আদিতে সকল রকম চিন্তা-চেতনা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মানবচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারায় দর্শনশাস্ত্রের সীমানা পেরিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। এভাবে মানুষের বিচিত্র জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হিসেবে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

প্রাচীন গ্রিক ও রোমান দার্শনিকদের লেখায় সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা সমৃদ্ধি লাভ করে। গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো এবং এরিষ্টটল এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মূলত প্লেটো, এরিষ্টটল ও পিথাগোরাস প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানকে দর্শনশাস্ত্রের আওতাভুক্ত বলে মনে করতেন। দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গ হিসেবেই তাঁরা সামাজিক বিজ্ঞানকে পর্যালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে প্লেটোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন ধারাবাহিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ আলোচনা করা হলো।

কৌটিল্য

ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৫ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। কৌটিল্য চাণক্য ও বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রচিত অর্থশাস্ত্রের লেখক হিসাবে কৌটিল্য নামটিই বোদ্ধা সমাজে অধিকতর পরিচিত। কৌটিল্য ছিলেন প্রাচীন ভারতের প্রথম সম্রাট মৌর্যবংশীয় চন্দ্র গুপ্তের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থটি চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য শাসনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত। কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে তৎকালীন ভারতের আইন, রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, সমাজনীতি ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধ্যান-ধারণা রয়েছে।

প্লেটো

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে গ্রিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে মৃতুবরণ করেন। প্লেটো তাঁর *'Republic'* নামক গ্রন্থে সমাজ সম্পর্কে যেসব চিন্তার অবতারণা করেছেন সেসব মূলত যুক্তি নির্ভর হলেও বহুলাংশে কাল্পনিক । তিনি তাঁর গ্রন্থে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন, যেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকলের কল্যাণ সম্ভব। এ লক্ষ্যে তিনি বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন যা শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক বিকাশ লাভে সহায়ক। এ গ্রন্থে সামাজিক শ্রমবিভাজনের এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও প্রশ্নের পর্যালোচনা রয়েছে। তিনি একাডেমি নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ একাডেমিতেই প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল শিক্ষা গ্রহণ করেন ।

এরিস্টটল

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে গ্রিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। প্লেটোর প্রিয় ছাত্র এরিস্টটল সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। *'The Politics'* গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের গঠন, সরকারের ধরন, শ্রেণি-নির্ভর সমাজের দাস-মনিব সম্পর্ক এবং সামাজিক বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর এসব মতবাদের সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। প্লেটোর চেয়ে এরিস্টটল অধিকতর বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মূলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একটি আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে তিনি প্রাচীন গ্রিসের দাসপ্রথার বিলোপের কথা বলেননি। বরং তাঁর মতে, সমাজের অস্তিত্বের জন্য দাসপ্রথা ছিল অপরিহার্য। শিক্ষাদানের জন্য তিনি লাইসিয়াম নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

ইবনে খালদুন

উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দার্শনিক ও চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃতুবরণ করেন। মধ্যযুগের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন সমাজচিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি ঐতিহাসিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব-উল-ইবর্' রচনা করেন। এ গ্রন্থের দুটি খন্ড 'আল-মুকাদ্দিমা' এবং 'আল-উমরান' সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং সমাজ জীবনে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইবনে খালদুন সমাজ জীবনের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সামাজিক সংহতি সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য social solidarity বা সামাজিক সংহতির গুরুত্ব রয়েছে। মধ্যযুগের এই মনীষী তাঁর চিন্তা-ভাবনা এবং জ্ঞান-দর্শনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি সামাজিক সংহতিকে 'আসাবিয়াহ' (Assabiyah) বা গোষ্ঠীসংহতি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সঠিক ইতিহাস রচনায় সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইবনে খালদুনকে অনেকে সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলেও মনে করেন।

ম্যাকিয়াভেলি

ইটালীয় মনীষী ম্যাকিয়াভেলি ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। সমাজ দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি তাঁর 'The Prince' নামক গ্রন্থে একজন শাসকের গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী শাসকের যে কার্যাবলির সুপারিশ তিনি করেছেন তা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। তিনি মানব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। সমাজ এবং মানব চরিত্র সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ম্যাকিয়াভেলিকে আধুনিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ঐক্য প্রতিষ্টার মাধ্যমে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি *'Father of power politics'* হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি রাষ্ট্রের কল্যাণে শাসকের অবাধ ক্ষমতার পক্ষে ছিলেন। তার মতে, রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে শাসক স্বৈরাচারী হলেও কোনো ক্ষতি নেই। মানুষের সমালোচনায় বিভ্রান্ত না হয়ে শাসক যা ভালো মনে করবেন তা-ই করা উচিত। সবশেষে যখন প্রমাণিত হবে, তিনি যা করেছেন তা রাষ্ট্র ও জনসধারণের কল্যাণ বয়ে এনেছে তখন আর কোনো সমালোচনা থাকবে না।

ভিকো

ইটালীয় মনীষী ভিকো ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ভিকো সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি সমাজবিজ্ঞান পাঠের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

ভিকো তাঁর 'The New Science' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বির্বতিত হয়। ভিকো সমাজ বিবর্তনের ধারায় তিনটি যুগ লক্ষ করেন। তা হলো:

১। দেবতাদের যুগ (Age of Gods);
২। বীর যোদ্ধাদের যুগ (Age of Heros) এবং
৩। মানবের যুগ (Age of Men)।

সেন্ট-সাইমন

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী সেন্ট সাইমন ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মানুষের মাঝে সামাজিক অসাম্যের প্রতিকার খুঁজতে গিয়ে বলেন 'উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে যদি আর্থিক কল্যাণ বাড়ানো যায়, তবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক কল্যাণ বাড়ানো যাবে না কেন'? সেন্ট সাইমন মনে করেন যে, বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে যদি প্রাযুক্তিক প্রগতি (Technological progress) হতে পারে তাহলে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে নিশ্চয়ই সামাজিক প্রগতি (Social progress) অর্জন করা সম্ভব। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই সেন্ট সাইমন মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য এক নতুন বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি সমাজবিকাশ ও সমাজ পরিবর্তনের সূত্রের একটি রূপরেখা প্রদান করেন। সেই সূত্র অনুসরণ করে পরবর্তীতে তাঁরই ছাত্র ও অনুগামী অগাস্ট কোঁৎ 'সমাজবিজ্ঞান'- এর প্রবর্তন করেন।

অগাস্ট কোঁৎ

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁৎ ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। প্রতিষ্ঠা ও নামকরণের জন্য অগাস্ট কোঁতকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করা হয়। সমাজকে জানার জন্য একটি আলাদা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তিনি সেন্ট সাইমন থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। সমাজ অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে প্রথমে কোঁত 'Social physics' বা 'সামাজিক পদার্থবিদ্যা' নামে নামকরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি এই শাস্ত্রকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান নামে নামকরণ করেন। অগাস্ট কোঁৎ মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞান হবে এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে এককভাবে সমাজ সম্পর্কিত সমস্যা, ঘটনা ও পরিস্থিতি বিষয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যাবে। তিনি তাঁর বিখ্যাত রচনা 'Positive philosophy' গ্রন্থে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা বিকাশের তিনটি স্তরের (Three Stages) উল্লেখ করেছেন। মানবজ্ঞান বিকশিত হওয়ার মাধ্যমে সমাজেরও বিকাশ সাধিত হয়েছে। তিনি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের তিনটি স্তরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমাজেরও তিনটি স্তর ব্যাখ্যা করেছেন। মানবজ্ঞান বা সমাজ বিকাশের তিনটি স্তর হল:

১। ধর্মতাত্ত্বিক স্তর (Theological Stage);
২। অধিবিদ্যার স্তর (Metaphysical Stage) এবং
৩। দৃষ্টবাদী স্তর (Positive Stage)।

অগাস্ট কোঁৎ এর মতে, মানবচিন্তা ঐতিহাসিকভাবে ধর্মতাত্ত্বিক স্তর থেকে অধিবিদ্যার স্তর অতিক্রম করে দৃষ্টিবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে। তাঁর মতানুসারে, মানবজ্ঞানের ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে মানুষ সর্বপ্রাণবাদ (Animism) ধারণা থেকে ক্রমান্বয়ে একেশ্বরবাদে (Monotheism) বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। উক্ত চিন্তার বশবর্তী হয়েই তিনি মানবতার ধর্মের (Religion of Humanity) ধারণাটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তবে তাঁর এ ধারণাটি সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। তবে কোঁতের মানবজ্ঞানের বিবর্তনভিত্তিক সমাজবিকাশের তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার স্তরে মানুষের পদযাত্রা এক অপরিহার্য ও বাস্তব পরিণতি। অর্থাৎ কোঁত এর সমাজবিজ্ঞানের ধারণার ভিত্তিমূলে রয়েছে প্রথমে ধর্ম, দ্বিতীয় পর্যায়ে দর্শন (তথা অধিবিদ্যা) এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজ্ঞানের অবদান। আর এভাবেই তিনি সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত চিন্তাবিদদের রচনা এবং চিন্তাধারা সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজও অনেকে মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞান তার শৈশবকাল অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত স্পষ্ট, নির্ভরযোগ্য কোনো তত্ত্ব হয়ত সমাজবিজ্ঞান দিতে পারেনি, কিন্তু তাই বলে সমাজবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বিবর্জিত নয়। কারণ সমাজের বাস্তবতা বিশেষ করে শিল্পায়ন, নগরায়ন, বিশ্বায়ন ইত্যাদি বিশ্লেষণে এর প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে।

সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান দান করতে পারছে বলেই অল্প সময়ের মধ্যে শাস্ত্রটি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। তবে শাস্ত্রটি 'শূন্য' হতে যাত্রা শুরু করেনি। রাজনৈতিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, জৈবিক ও সংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণার সার্বিক বিশ্লেষণই সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির উল্লেখযোগ্য কারণ। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী জিনস্‌বার্গ তাঁর Reason and Unreason in Society নামক গ্রন্থে সমাজতত্ত্বের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, 'সুস্পষ্টভাবে সমাজবিজ্ঞানের রয়েছে চারটি উৎপত্তিসূত্র, যথা রাজনৈতিক দর্শন, ইতিহাসের দর্শন, বিবর্তনের জৈবিকতত্ত্ব এবং সামাজিক জরিপ।' এগুলোই সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তিকে ত্বরান্বিত করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তিতে যেকোনো তিনজন মনীষীর অবদান লিপিবদ্ধ করুন। **সময় ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী Anguste Comte ১৮৩৯ সালে সর্বপ্রথম Sociology বা সমাজবিজ্ঞান শব্দটি প্রবর্তন করেন। তবে শাস্ত্রটি 'শূন্য' হতে যাত্রা শুরু করেনি। সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তিতে কৌটিল্য, প্লেটো, এরিস্টটল, ইবনে খালদুন, ম্যাকিয়াভেলি, ভিকো, সেন্ট সাইমন, অগাস্ট কোঁৎ এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। সমাজ সম্পর্কে এঁদের লেখা, অনুসন্ধান, গবেষণা, তত্ত্ব ও মতবাদ সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবকে যেমন ত্বরান্বিত করেছিল, তেমনি শাস্ত্রটির বিকাশেও এদের অমূল্য অবদান রয়েছে। রাজনৈতিক দর্শন, ইতিহাসের দর্শন, বিবর্তনের জৈবিকতত্ত্ব এবং সামাজিক জরিপ– এ চারটি উপাদান সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা ও উত্তরোত্তর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। লাইসিয়াম কে প্রতিষ্ঠা করেন?
(ক) প্লেটো (খ) এরিস্টটল
(গ) ভিকো (ঘ) কৌটিল্য

২। সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বিবর্তিত হয় এ উক্তিটি কে করেছেন?
(ক) ভিকো (খ) অগাস্ট কোঁৎ
(গ) ম্যাকিয়েভেলি (ঘ) সেন্ট সাইমন

৩। 'আসাবিয়াহ' প্রত্যয় দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) সমাজিক ঐক্য (খ) সামাজিক স্থিতি
(গ) সামাজিক সংহতি (ঘ) সামাজিক গতি

পাঠ-১.৫ সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক : সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান

Relationship among Sociology and other Social Sciences : Sociology and Anthropology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নৃবিজ্ঞান কী তা বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত নৃবিজ্ঞানের সাথেও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নৃবিজ্ঞান হল মানুষ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। মানুষের সামগ্রিক অধ্যয়ন বিষয়ক বিজ্ঞানকেই বলা হয় নৃবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মত নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুও অত্যন্ত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। নৃবিজ্ঞানকে প্রধানত দৈহিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান– এই দুই শাখায় বিভক্ত করা হয়। দৈহিক নৃবিজ্ঞানে বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য, তাদের জৈবিক দিক এবং তাদের উপর পরিবেশগত উপাদানের প্রভাব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্থান ও কালভেদে বিবর্তিত সমাজ, সম্প্রদায় ও মানবগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি তুলে ধরা হয় সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে। সেদিক থেকে সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ই অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিজ্ঞান যাদের বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান এবং দুই বিজ্ঞানই উনবিংশ শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করে। উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

দ্বিতীয়ত: নৃবিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান সমাজ কাঠামো, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, দল, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

তৃতীয়ত: নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ের গবেষণার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। গবেষণার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানী একে অপরের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

চতুর্থত: সমাজবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন। সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিকাশধারা আলোচনা করতে গিয়ে সমসাময়িক মানব সমাজ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে। অপরদিকে, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান আদিম মানুষ ও তাদের জীবনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে।

পঞ্চমত: সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান আদিম এবং অনগ্রসর মানব সমাজের জীবনযাত্রার প্রণালী, তাদের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং তাদের আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় জীবন এবং সামাজিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সমাজবিজ্ঞান আধুনিক সমাজের নানাবিধ সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি মানব সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব নিরূপণ করে।

ষষ্ঠত: নৃবিজ্ঞান মানুষের সামগ্রিক অধ্যয়ন বিষয়ক একটি বিজ্ঞান। মানুষের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সবকিছুই নৃবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। সমাজবিজ্ঞান মানুষের সমাজ জীবনের সাথে সম্পর্কিত নানা দিক সম্পর্কে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করে।

সপ্তমত: সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান উভয়েই মূল লক্ষ্য হল মানব সংস্কৃতির অনুশীলন। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য ক্ষেত্র সমকালীন সমাজ, আর নৃবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য ক্ষেত্র হল আদিম, অনগ্রসর ও নিরক্ষর সমাজের মানুষ ও এর সংস্কৃতি। মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তন উভয় বিজ্ঞানেরই অভিন্ন আগ্রহের বিষয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, নৃবিজ্ঞান বুদ্ধিমান প্রাণি হিসাবে মানুষের অধ্যয়নের পাশাপাশি সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের সংস্কৃতি নিয়েও গবেষণা করে। আর সমাজবিজ্ঞান সমসাময়িক মানব সমাজ অধ্যয়নের বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

শিক্ষার্থীর কাজ	নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক চিহ্নিত করুন।	**সময় ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানের জগতে দু'টি ভিন্ন শাখা হলেও মূলত উভয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রায় অভিন্ন। সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিকাশ ধারা অধ্যয়ন করতে গিয়ে মানুষ ও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করে। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, বিবর্তন, সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। নৃবিজ্ঞান মূলত সমাজবিজ্ঞানেরই একটি অংশ। মানব বিবর্তন ধারা উভয় বিজ্ঞানেরই অভিন্ন আগ্রহের বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে মিল কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়?

(ক) মানব বিবর্তন অধ্যয়নে। (খ) সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়নে।

(গ) মানুষ সংক্রান্ত অধ্যয়নে। (ঘ) সমাজ ও জীবন প্রণালী অধ্যয়নে।

২। নৃবিজ্ঞান মূলত কয়টি শাখায় বিভাক্ত?

(ক) দুটি (খ) চারটি

(গ) তিনটি (ঘ) পাঁচটি

৩। নৃবিজ্ঞান কোন শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করে?

(ক) উনবিংশ শতাব্দী (খ) সপ্তদশ শতাব্দী

(খ) বিংশ শতাব্দী (ঘ) অষ্টাদশ শতাব্দী

পাঠ-১.৬ সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান
Sociology and Political Science

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান।

জ্ঞান চর্চার গোড়ার দিকে সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হত না। বরং মানব সভ্যতায় দীর্ঘদিন যাবৎ সমাজবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শাখা হিসেবেই অধ্যয়ন করা হত। কিন্তু বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান দু'টি পৃথক শাখা হিসেবে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনার বিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্বরূপ, কার্যাবলি; সরকারের গঠন, ধরন, শাসন প্রক্রিয়া; সংবিধান, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অপরপক্ষে, সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি-বিকাশ, সামাজিক পরিবর্তন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হল সমাজ। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হচ্ছে রাষ্ট্র। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এরিস্টটল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য করেননি। বস্তুত রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়ই মানুষের কল্যাণে মানুষের দ্বারা তৈরি প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। একজন মানুষ যেমন সমাজের সদস্য, তেমনি সে রাষ্ট্রের নাগরিকও বটে। আর এ কারণেই সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। নিচে সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবেও আলোচিত হয়। এদিক থেকে সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।

দ্বিতীয়ত: আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর সমাজবিজ্ঞানের প্রভাব অনেক বেশি লক্ষ করা যায়। বর্তমানে সমাজতাত্ত্বিক অনেক ব্যাখ্যা ও মডেল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সরাসরি ব্যবহার করা হয়।

তৃতীয়ত: স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পূর্বে সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাত্ত্বিক আলোচনা, বিষয়বস্তু, শাস্ত্র হিসেবে উদ্ভবের পটভূমি নানা দিক থেকে সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে ঋণী। এদিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।

চতুর্থত: রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে রাষ্ট্রীয় সংগঠন, রাষ্ট্রের কার্যাবলি, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য।

পঞ্চমত: সমাজবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের সার্বিক দিক নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই সমাজস্থ মানুষের কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতি কোনোভাবেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা না গেলে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যর্থ প্রতীয়মান হতে পারে। সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান ছাড়া রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ বিবেচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অবশ্যই সমাজতত্ত্বের পাঠ গ্রহণ করতে হয়।

ষষ্ঠত: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব আলোচ্য বিষয় থাকলেও কতকগুলো মৌলিক বিষয়- যেমন: আইন, শাসনতন্ত্র, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

সপ্তমত: অনেক ক্ষেত্রে যেকোনো রাজনৈতিক সফলতা কিংবা ব্যর্থতা সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। সামাজিক বাস্তবতা অনুধাবন ব্যতীত সফল রাষ্ট্রনায়ক হওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ণ, নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন অপরিহার্য।

অষ্টমত: সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা, গবেষণা এবং বিশ্লেষণ করে। অনেক সমস্যাই একদিকে যেমন রাজনৈতিক, অন্যদিকে তেমনি সামাজিকও বটে। তাই সমস্যাগুলোকে বুঝতে এবং সমাধানের পথ খুঁজে পেতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে যেমন সমাজবিজ্ঞানীর সাহায্য নিতে হয়, তেমনি সমাজবিজ্ঞানীকেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মৌলিক ধারণাগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে হয়।

নবমত: রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ একে অপরের নিকট থেকে রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। ফলে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিকল্পনা প্রণয়ন অনেক বেশি কার্যকর ও বাস্তবসম্মত হতে পারে।

দশমত: প্লেটোর 'রিপাবলিক', এরিস্টটলের 'পলিটিক্স', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', ইবনে খালদুনের 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রন্থসমূহে সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রবিষয়ক দিকসমূহ অভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। অভিন্ন এই সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ক চিন্তা ও মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অবদান যা বর্তমান কালেও সমাজবিজ্ঞান গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক এতই গভীর যে, সমাজবিজ্ঞানীকে যেমন বিভিন্ন তথ্যের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হতে হয় তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকেও বিভিন্ন তথ্যের জন্য সমাজবিজ্ঞানীর দ্বারস্থ হতে হয়। তাই অধ্যাপক গিডিংস বলেন- "সমাজবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলো সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়"।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য নিরূপণ করুন।	**সময় ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান দু'টি পৃথক শাখা হিসেবে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্বরূপ, কার্যাবলি; সরকারের গঠন, ধরন, শাসন প্রক্রিয়া; সংবিধান, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অপরপক্ষে, সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি-বিকাশ, সামাজিক পরিবর্তন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পরকে প্রভাবিত করে, পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর এ কারণেই সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় কোনটি?
(ক) সমাজ (খ) মানুষ
(গ) রাষ্ট্র (ঘ) সম্পত্তি

২। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কী ধরনের?
(ক) ঘনিষ্ঠ (খ) পরিপূরক
(গ) দ্বান্দ্বিক (ঘ) বৈরীমূলক

৩। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় কী?
(ক) সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি (খ) সমাজ বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা
(গ) মানুষের সম্পূর্ণ জীবন প্রণালী (ঘ) রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান

পাঠ-১.৭ সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি
Sociology and Economics

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান।

সমাজস্থ মানুষের নানামুখী ক্রিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অন্যতম। মানব জীবনের যেসব কার্যক্রম উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের সঙ্গে জড়িত সেটিই তার অর্থনৈতিক দিক। অর্থনীতি মানুষের জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক দিক নিয়েই আলোচনা করে। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকে জানতে গিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বিশ্লেষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকেন। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত সমাজের পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ প্রভৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমাজ থেকে পৃথক করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এখানে সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যেকার সম্পর্ক আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ। আর সমাজবিজ্ঞান সমাজের সাথে সম্পর্কিত হবার ফলে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদন সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। এদিক থেকে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত: অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, অন্যান্য আচরণমূলক বিজ্ঞান (behavioural science) এর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন আচরণমূলক কর্মকাণ্ড। মানুষের অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকাণ্ড সবকিছুই মূলত সামাজিক কাঠামো, সামাজিক পরিবেশ ও মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে। ফলে অর্থনীতি ও সমাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়।

তৃতীয়ত: সমাজজীবন দ্বারা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যেমন প্রভাবিত তেমনি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারা সমাজজীবন প্রভাবিত। দারিদ্র্য কিংবা অর্থনৈতিক উন্নতি মানুষের সামাজিক জীবন, সম্পর্ক, ক্ষমতা ও শ্রেণি কাঠামো ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। ফলে কার্যকর সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নে মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থা, পেশা, জীবিকা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন সূচককে ত্বরান্বিত করে।

চতুর্থত: কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে জানতে হলে সবার আগে সেদেশের সামাজিক অবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা প্রয়োজন। মানুষের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, রীতিনীতি ইত্যাদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

পঞ্চমত: মানুষের সামাজিক পারিপার্শ্বিকতাকে অবহেলা করে অর্থনৈতিক আলোচনা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা অর্থহীন ও অবাস্তব হতে বাধ্য। যেহেতু সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সমাজস্থ মানুষকে ঘিরেই আবর্তিত হয় সেহেতু সমাজ ও এর কাঠামো সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করা ছাড়া অর্থনেতিক আলোচনা বাস্তবতা বিবর্জিত।

ষষ্ঠত: বহু অর্থনৈতিক প্রশ্নের সামাজিক দিক আছে। যেমন: কর-নীতি, জাতীয় বাজেট, ভূমিব্যবস্থা, ভূমিবন্টন, মূল্যহ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির যে সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে কোনো অর্থনীতিবিদের পক্ষে তা উপেক্ষা করা কঠিন।

সপ্তমত: সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক আচরণকে বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

অষ্টমত: সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মান সংশ্লিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে । কারণ মানুষের জীবনধারা অর্থনৈতিক গতি দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া অর্থনীতির আলোচনা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি অর্থনৈতিক ধারণা ব্যতীত সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাও পরিপূর্ণ হয় না। তাই বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের দু'টি পৃথক শাখা হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান মূলত একে অপরের পরিপূরক। কারণ সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া যেমন অর্থনীতিকে জানা যায় না, তেমনি অর্থনৈতিক জ্ঞান ছাড়া সমাজবিজ্ঞানকেও পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব না।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক নিরূপণ করুন।	**সময় ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

অর্থনীতি মানুষের জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক দিক নিয়েই আলোচনা করে। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকে জানতে গিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বিশ্লেষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত সমাজের পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ প্রভৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমাজ থেকে পৃথক করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান মূলত একে অপরের পরিপূরক। কারণ সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া যেমন অর্থনীতিকে জানা যায় না, তেমনি অর্থনৈতিক জ্ঞান ছাড়া সমাজবিজ্ঞানকেও পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক মানুষের জীবনধারা কোন নিয়ামকটি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত?

(ক) প্রাকৃতিক (খ) রাজনৈতিক

(গ) অর্থনৈতিক (ঘ) জৈবিক

২। অর্থনৈতিক আলোচনা কখন অর্থহীন হয়ে পড়ে?

(ক) যখন সামাজিক সংগঠন পর্যালোচনা করা হয় না।

(খ) যখন সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

(গ) যখন মানুষের জীবন প্রণালী আলোচনা করা যায় না।

(ঘ) যখন মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় না।

পাঠ-১.৮ সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস
Sociology and History

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ইতিহাস বলে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করতে পারবেন এবং
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান।

ইতিহাসের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিবিড়। উভয়ের উৎপত্তির পটভূমি মানুষের সমাজ। তবে ইতিহাস হচ্ছে অতীতের ঘটনাবলির বিশ্লেষণ। ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলীকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতকে বর্তমানের কাছে অর্থবহ করে তোলে। ইতিহাসের বিষয় হচ্ছে মূলত মানুষ এবং সমাজের ক্রমবিবর্তনের ঘটনা। এখানেই সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সেতুবন্ধন রচিত হয়। এ সেতুবন্ধনের ফসল হিসেবে 'সামাজিক ইতিহাস' সমাজবিজ্ঞানের এক জনপ্রিয় শাখা। সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন ইতিহাসের আলোচনা অসম্পূর্ণ, তেমনি সমাজের অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান অর্থহীন। এ বিবেচনায় ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান মূলত একে অপরের পরিপূরক। সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: সমাজবিজ্ঞান সমাজ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। ইতিহাসও সমাজকে নিয়ে আলোচনা করে। তবে ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলীকে বেশি প্রাধান্য দেয়।

দ্বিতীয়ত: ইতিহাস অতীতের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক নানাবিধ ঘটনার বিবরণ দেয় যা সমাজবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজ অধ্যয়ন, গবেষণা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত: সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাস উভয়ই তথ্যনির্ভর। ইতিহাসে যেমন ধারাবাহিকভাবে অতীতের ঘটনাবলি সন্নিবেশিত থাকে তেমনি সমাজবিজ্ঞানেও মানব সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিবরণ ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত থাকে।

চতুর্থত: সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হলো সহযোগিতা এবং নির্ভরশীলতার। অতীত ঘটনাবলি বিশ্লেষণে ইতিহাস যেমন সমাজকাঠামো, সংস্কৃতি, পেশা, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় মূলবোধ ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়, তেমনি আধুনিক সমাজ বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানকে এর শেকড়ের সন্ধান করতে হয়। তখন অনিবার্যভাবেই ইতিহাস হয়ে ওঠে সমাজের সবচেয়ে বড় তথ্যভাণ্ডার।

পঞ্চমত: সমাজবিজ্ঞানেরই অংশ হিসেবে সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়। সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে সমাজের সাধারণ মানুষের অতীত জীবনের ঘটনাসমৃদ্ধ বর্ণনা। এটি যেমন ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি সমাজবিজ্ঞানকেও।

ষষ্ঠত: সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানব সমাজ ও তার সংস্কৃতি। সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অতীত ঐতিহাসিক প্রেক্ষপট ছাড়া বর্তমানের আলোচনা অসম্পূর্ণ।

সপ্তমত: ইতিহাস যুদ্ধ, যুদ্ধের জয়-পরাজয়, রাজ্যজয়, শাসনকাল ইত্যাদি তুলে ধরে। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞান এসবের সামাজিক প্রভাব, প্রতিক্রিয়া এবং সমাজের কোন উপাদান এগুলোকে প্রভাবিত করে তার বর্ণনা দেয়।

অষ্টমত: সমাজবিজ্ঞানীগণ কোন পরিবেশে একটি ঘটনা ঘটছে তার সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেন। আধুনিককালে মূল তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে পর্যালোচনা করা হয়।

নবমত: ইতিহাস চর্চায় তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন- ক) ঘটনার যথাযথ বর্ণনা (খ) বর্ণিত ঘটনার পটভূমি ব্যাখ্যা এবং (গ) ঘটনার কারণ ও ফলাফল নির্ণয়। সমাজবিজ্ঞানীরা ঐতিহাসিক ঘটনার সামাজিক প্রেক্ষপট, কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করে।

দশমত: ইতিহাস অতীতের অনুবীক্ষণ আর ভবিষ্যতের দিকনির্দেশক। আর বর্তমানের জন্য ইতিহাস হচ্ছে শিক্ষক। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই সমাজকে বিশ্লেষণ করতে হয়। যথাযথভাবে অতীত ঘটনা জানার মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজের স্বরূপ উদঘাটন করতে হয়। সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বায়ন ও সাধারণীকরণেও রয়েছে ইতিহাস-নির্ভরশীলতা। আর এ কারণেই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক এতবেশি দৃঢ়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ঐতিহাসিকগণ যখন ইতিহাস রচনা করেন ঘটনার সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের আগ্রহের অন্যতম বিষয়। তাঁরা বিভিন্ন ঘটনার সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ফলাফলের উপরও নির্ভর করেন। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানও ইতিহাসকে বাদ দিয়ে যথাযথভাবে অগ্রসর হতে পারে না। ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যতীত সমাজের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই বলা যায় ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	'ইতিহাস কিভাবে সমাজবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল'– পাঁচটি বাক্যে লিখুন। **সময় ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলিকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতকে বর্তমানের কাছে অর্থবহ করে তোলে। ইতিহাসের বিষয় হচ্ছে মূলত মানুষ এবং সমাজের ক্রমবিবর্তনের ঘটনা। এখানেই সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে আরো বেশি সুদৃঢ় করেছে 'সামাজিক ইতিহাস', যা সমাজবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ঐতিহাসিকগণ যখন ইতিহাস রচনা করেন ঘটনার সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের আগ্রহের অন্যতম বিষয়। তারা বিভিন্ন ঘটনার সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ফলাফলের উপরও নির্ভর করেন। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানও ইতিহাসকে বাদ দিয়ে যথাযথভাবে অগ্রসর হতে পারে না। আর এ কারণেই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইতিহাস চর্চায় কোন তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়?
- (ক) ঘটনার কাল, পরিবেশ ও কার্যকারণ।
- (খ) ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাৎপর্য ও কার্যকারণ।
- (গ) ঘটনার যথাযথ বর্ণনা, বর্ণিত ঘটনার পটভূমি ব্যাখ্যা এবং ঘটনার কারণ ও ফলাফল নির্ণয়।
- (ঘ) ঘটনার পুনরাবৃত্তি, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ।

২। ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
- (ক) বর্তমান সমাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা
- (খ) ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
- (গ) ধারাবাহিকভাবে অতীতের তথ্য সন্নিবেশ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।
- (ঘ) তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ও সাধারণীকরণ।

পাঠ-১.৯ সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান
Sociology and Psychology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মনোবিজ্ঞান কী তা বলতে পারবেন;
- মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন এবং
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান।

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল রূপ হচ্ছে সমাজ। মানুষই হচ্ছে এর রূপকার। আবার সামাজিক মানুষ সমাজেরই সৃষ্টি। মানুষ কতকগুলো সম্পর্কের বশবর্তী হয়ে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। এসব সম্পর্কের মূলে মনস্তত্ত্বের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের আচরণ, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে। বস্তুত মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের আচরণের বিজ্ঞান। মানুষ যা কিছু চিন্তা করে এবং যেরূপ আচরণ করে তার প্রভাব সমাজের উপরই পড়ে। তাই সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক লক্ষ করা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: মনোবিজ্ঞান হলো সমাজস্থ ব্যক্তির আচারণের বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক আচরণের বিজ্ঞান যা সামাজিক উদ্দিপক দ্বারা প্রভাবিত। ব্যক্তির আচরণই সামাজিক আচরণে পরিণত হয়। ফলে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে মনোবিজ্ঞানের ধারণা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়ত: সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমাজস্থ মানুষ। আর মনোবিজ্ঞান সেই সমাজস্থ মানুষের মনোজগত, আচরণ, মনোভাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। এদিক থেকে মনোবিজ্ঞানীকে সামাজিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। সামাজিক পটভূমি না জেনে ব্যক্তির আচরণের কার্যকর ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান প্রায় অসম্ভব।

তৃতীয়ত: মনোবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক অনুশীলন অসম্ভব হয়ে ওঠে। সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞানের ধারণা বিশেষভাবে কার্যকর। তথ্য সংগ্রহের কৌশল, তথ্যের সঠিকতা, নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীকে মনোবিজ্ঞানের ধারণা প্রয়োগ করতে হয়।

চতুর্থত: মানুষের যৌথ আচরণের (Collective behaviour) বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে সমাজ। মানুষের যৌথ আচরণ এবং সামাজিক সম্পর্কের মূলে রয়েছে এক বিশেষ ধরনের মানসিক প্রবণতা। এদিক থেতে সমাজবিজ্ঞান ও তাকে মনোবিজ্ঞান নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ এবং পরস্পর নির্ভরশীল।

পঞ্চমত: মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের আচরণের বিজ্ঞান। এ আচরণ যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তেমনি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের মতে সমাজজীবনে একজন জীবিত ব্যক্তি যা কিছু করে তার সবই হল মানসিক ঘটনা।

ষষ্ঠত: ব্যক্তি-মানুষ এবং গোষ্ঠী, এদের আচরণ, সামাজিক জীবন, সম্পর্ক ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। এরই ফসল হচ্ছে সমাজ মনোবিজ্ঞান। সমাজ মনোবিজ্ঞান যেমন সমাজবিজ্ঞানের শাখা, তেমনি মনোবজ্ঞিানের সাথেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। বস্তুত সমাজ মনোবিজ্ঞানের দিকে তাকালেই সমাজবিজ্ঞান ও মনোবজ্ঞিানের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সপ্তমত: মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে গিয়ে সমাজের সৃষ্টি করেছে। আর মানুষের মায়া–মমতা, স্নেহ-ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্কের মাধ্যমেই পরিবার তথা সমাজের সৃষ্টি ও স্থায়িত্বলাভ করেছে। মানুষ যেখানেই দলবদ্ধ হয়েছে, সমাজবদ্ধ হয়েছে সেখানেই মানুষের মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান উভয়ই সমাজস্থ মানুষকে নিয়েই আলোচনা করে। ফলে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানুষের আচরণ, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে। বস্তুত মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের আচরণের বিজ্ঞান। মানুষ যা কিছু চিন্তা করে এবং যেরূপ আচরণ করে তার প্রভাব সমাজের উপরই পড়ে। সমাজবিজ্ঞান সমাজের নানাদিক নিয়ে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করে। এরই ফল হিসেবে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় কী ?

(ক) মানুষের দেহ (খ) সমাজের কার্যকলাপ

(গ) মানুষের আচরণ (ঘ) মানুষের আত্মা

২। মনোবিজ্ঞানকে কিসের বিজ্ঞান বলা হয়?

(ক) মানবিক বিজ্ঞান (খ) আচরণের বিজ্ঞান

(গ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (ঘ) সামাজিক বিজ্ঞান

পাঠ-১.১০ সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ
Sociology and Social Welfare

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজকল্যাণ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার আগে 'সমাজবিজ্ঞান' ও 'সমাজকল্যাণ' এই দুটি বিষয় সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞান হল সমাজের বিজ্ঞান যা মানব সমাজ নিয়ে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করে। সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, পরিবর্তন, সমস্যা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আচার-বিশ্বাস এককথায় সমগ্র সমাজকে বিশ্লেষণ করে। অপরদিকে, সমাজকল্যাণ সমাজসেবার সংগঠিত ব্যবস্থাকে নিয়ে আলোচনা করে। সমাজস্থ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও মানুষের জীবনে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই সমাজকল্যাণের মূল উদ্দেশ্য। সমাজস্থ মানুষের জীবন মান ও স্বাস্থ্যের মান উন্নতি এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মঙ্গল সাধনের জন্য সমাজকল্যাণ নিয়োজিত থাকে। তাই সমাজবজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

প্রথমত: সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ উভয়ই মানব সমাজকে নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে।

দ্বিতীয়ত: সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ উভয়ের উদ্দেশ্য হলো সমাজের কল্যাণ সাধন করা।

তৃতীয়ত: সমাজকল্যাণ সামাজিক সমস্যার দ্রচত সমাধানে অধিকতর তৎপর। সমাজকল্যাণ সামাজিক সমস্যা দূর করে মানুষের আর্থ-সামাজিক সুখ ও সমৃদ্ধি প্রদানে নিয়োজিক থাকে।

চতুর্থত: সমাজবিজ্ঞান সমাজের প্রায় সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সমাজকল্যাণ সমাজের সমস্যা, এর সমাধান, মানবকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করে।

পঞ্চমত: গবেষণার মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত এবং এর স্বরূপ উদঘাটন করে। কিন্তু সমাজকল্যাণ সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রায়োগিক দিকের উপর গুরুত্ব প্রদান করে।

ষষ্ঠত: সমাজবিজ্ঞানে অর্জিত তত্ত্বীয় জ্ঞান সমাজকল্যাণের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে। কারণ সমাজের সমস্যা দূর করে সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজকল্যাণকে সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

সপ্তমত: সামাজিক সমস্যাবলি দূর করতে হলে সমাজকল্যাণের শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সামাজিক সমস্যার কারণ ও সংশ্লিষ্ট সমাজকাঠামো সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান নিতে হবে। বস্তুত সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে তত্ত্বীয় বিজ্ঞান এবং সমাজক্যলাণ হচ্ছে ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

তবে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নে ফলিত সমাজবিজ্ঞান (Applied Sociology) সমাজকল্যাণ থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পাঠদান প্রক্রিয়া, গবেষণা পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করে, তবে সমাজকল্যাণ সেই জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সক্রিয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান যেহেতু সমাজ তথা সমাজস্থ মানুষের সার্বিক জীবনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে সেহেতু সেই সমাজস্থ মানুষের কল্যাণ করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। আর সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ নামক বিষয় দুটোর মধ্যে সম্পর্ক খুবই নিবিড়। সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সমস্যা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আস্থা-বিশ্বাস তথা সমগ্র সমাজকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করে। অপরপক্ষে, সমাজকল্যাণ সমাজসেবার সংগঠিত ব্যবস্থাকে নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজকল্যাণ কী ধরনের জ্ঞান দান করে?
- (ক) তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করে।
- (খ) ফলিত জ্ঞান দান করে।
- (গ) রুটিন-মাফিক জ্ঞান দান করে।
- (ঘ) বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায়োগিক জ্ঞান দান করে।

২। সমাজকল্যাণের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
- (ক) সমাজকে সেবা করা।
- (খ) সমাজের মানুষের কল্যাণ করা।
- (গ) সমাজের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা।
- (ঘ) সমাজের সমস্যার সমাধান করা।

ইউনিট-১ এর উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ঘ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩ ঃ ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৬ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৭ ঃ ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৮ ঃ ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৯ ঃ ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১০ ঃ ১। ঘ ২। খ।
চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্র হিসেবে কত সালে প্রবর্তিত হয়?
ক. ১৭৩৯ সালে খ. ১৮৩৯ সালে
গ. ১৯০০ সালে ঘ. ১৯৩১ সালে

২. ভিকো সমাজ বিবর্তনের ধারায় কয়টি যুগের উল্লেখ করেছেন?
ক. দু'টি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩. সমাজবিজ্ঞান-
i. সামাজিক বিজ্ঞান
ii. সামাজিক প্রপঞ্চের বিজ্ঞান
iii. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান
সঠিক উত্তর কোনটি?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে সমাজবিজ্ঞান–
(i) সামাজিক কাঠামোর বিজ্ঞান
(ii) সামাজিক স্থিতিশীলতার বিজ্ঞান
(iii) সামাজিক গতিশীলতার বিজ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii, ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

মাসুদ ও সাদী দু'জন মামা-ভাগ্নে। দু'জনই সমাজ নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী। তবে ভাগ্নে সাদী সমাজের গঠন কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক, প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে জানতে অধিক আগ্রহী। অপরপক্ষে, মামা মাসুদ সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চান। অতীত সমাজের সাথে বর্তমান সমাজের সাদৃশ্য ও পার্থক্য, আদিম সমাজ থেকে কীভাবে আধুনিক সমাজের রূপান্তর হয়েছে, গ্রামীণ ও শহুরে সমাজের এবং কৃষি ও শিল্পভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য সম্পর্কেও মাসুদের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

(ক) Sociology শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন? ১
(খ) সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে? ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলো লিখুন। ৩
(ঘ) সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরুন। ৪